ভাড়ায় হুল ফোটানো ক্যামেরা **7/12/2013**

অরুণ জেটলি (রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা)

ইকনমিক টাইমস এর চারের পাতায় আজ একটা রিপোর্ট বেড়িয়েছে। শিরোনাম- স্টিং অপারেশনের নায়করা কি গুরুত্ব হারাচ্ছে ?

এই রিপোর্টের মূল বিষয়বস্তু হল সামপ্রতিক কালে গুচ্ছখানেক ওয়েবসাইট প্রকাশ্যে এসেছে।এদের অধিকাংশেরই বিশেষত্ব স্টিং অপারেশন। কিন্তু নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট অর্থনৈতিক পরিকাঠামো তাদের নেই। এখন তারা নিজেদের নাম কোনও সোসাইটি বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে নথিভুক্ত করানো শুরু করেছে কারণ কোমপানি হিসেবে নথিভুক্ত করানো হলে কোমপানি আইন অনুযায়ী স্বচ্ছতা রাখা প্রয়োজন। একটা কোমপানির, দৈনন্দিন হিসাব রাখতে হয়। এবং প্রতিবছর সেই হিসেব ও ব্যালান্স শিট দাখিলও করতে হয়। তাই কোমপানি গঠন করলে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সমপর্কে যথেষ্ট স্বচ্ছতা প্রয়োজন।

আমি আগেই বলেছি, অকংগ্রেসি নেতাদের নিশানা করতেই এই ওয়েবসাইট গুলিকে ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নাতীতভাবে নরেন্দ্র মোদীই তাদের অন্যতম টার্গেট। সমপ্রতি একবার আমআদমি পার্টিও তাদের নিশানা হয়েছে। কোনও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো না থাকায় অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এদের দানের উপরেও নির্ভর করতে হয়।

অর্থের যোগান নিয়ে অস্বচ্ছ এবং নজর বাঁচিয়ে চলা এই সমস্ত সংস্থার গতিবিধি সবসময়েই সন্দেহজনক। মূলত দানের উপর নির্ভর করে এই সমস্ত সংগঠন চলে। বাস্তবে কখনই দায়বদ্ধতার প্রশ্নে কংগ্রেস ও কংগ্রেস পরিচালিত সরকারকে নিশানা করেনি এই সমস্ত ওয়েবসাইট। বিপ্লবীদের নিজেদের ইমেজ পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। অন্যদের কাছে স্বচ্ছতা দাবি করে এরা, নাহলেই জনগণের সামনে গোপন তথ্য তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। অথচ এদের নিজেদের টিকে থাকা নির্ভর করছে কিছু অজানা সূত্রের উপর। এই ওয়েবসাইট গুলির টাকার যোগান কোথা থেকে আসে, তাদের কাজের অনুপ্রেরণা ও তাদের বাছাই করা নিশানা জনসমক্ষে তুলে ধরা উচিৎ।

অন্যথায় এদের কার্যাবলী নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাবে।